সূচীপত্র

- ❖ অবতরণিকা..১
- ❖ পার্থিব জীবনের প্রকৃতত্ব ৯
- ❖ কাজের প্রতি আন্তরিকতা..১৩
- ❖ তকদীরে ঈমান..১৪
- ❖ আল্লাহ-ভরসা..১৭
- ❖ ত্যাগ-স্বীকার..১৮
- ❖ আশাবাদী হও..১৯
- ❖ মায়া-মরীচিকা..২২
- ❖ অল্পে তুষ্টি..২৪
- ❖ ন্যায়পরায়ণতা..২৭
- ❖ ভুল-ভ্রান্তি..৩৩
- ❖ প্রচেষ্টা ও সফলতা..৩৫
- ❖ সুখী মানুষ..৪০
- ❖ দুঃখী মানুষ..৪৭
- ❖ দুঃখী জীবনে ধৈর্যের গুরুত্ব..৫৮
- ❖ দারিদ্র্য ও অভাব..৬০
- ❖ প্রেম-ভালোবাসা..৬৩
- ❖ বন্ধুত..৭৫
- ❖ জীবনে স্বামী, স্ত্রী ও বন্ধুর গুরুত্ব..৮৩
- ❖ শত্রুতা..৮৫
- ❖ আবেগ..৮৭
- ❖ আনন্দ..৮৮
- ❖ মান-সম্ভ্রম..৮৯
- ❖ আত্মচেতনা..৯২
- ❖ পরোপকার..৯৫
- ❖ চরিত্র ও ব্যবহার..১০০

❖ সফলতার পথরাজি...১০৫
❖ সমালোচনা...১০৮
❖ আত্মসমালোচনা...১১৬
❖ হা-হুতাশ করো না...১১৮
❖ অক্ষম হয়ো না...১১৯
❖ এ জীবন তোমার নয়...১২৫
❖ অমর জীবন..১২৯
❖ **আমাদের প্রকাশিত বইয়ের তালিকা**...১৩২

“জীবন মানে একটি পাতা পাকলে
ঝরে যাওয়া,
জীবন মানে একটি প্রদীপ হঠাৎ নিভে
যাওয়া।
জীবন মানে নতুন চাওয়া নতুন কিছু
পাওয়া,
সবার জ্বালিয়ে আলো হঠাৎ চলে
যাওয়া”

অবতরণিকা

ধীরে ধীরে জীবনের ছায়া পুর্ব দিকে ঢলে পড়ছে। হয়তো বা কোন্ দিন প্রাণ-সুর্য অস্তমিত হবে। যাবার আগে তোমাদেরকে কিছু দিয়ে যেতে পারব না। তাই **'জীবন-দর্পণ'** এর কিছু প্রতিবিম্ব তোমাদেরকে উপহার দিয়ে গেলাম। কতভাবে শিখলাম; দেখে শিখলাম, লেখে শিখলাম, ঠকে শিখলাম। শেখারও কি কোন শেষ আছে বলছ?

মানুষের সাথে ব্যবহারে কত অভিজ্ঞতা হল। স্বদেশী-বিদেশী কত মানুষের সাথে আলাপ হল, স্বভাষী-বিভাষী কত মানুষের সাথে ভালোবাসা ও শত্রুতা হল, আর তাতে যে কত শিক্ষা পেলাম, তারও কিছু কিছু উত্তাপ থাকবে এই পুস্তিকায়।

জীবনের চাওয়া-পাওয়ার দোদুল্যমান খেলা, আশা-নিরাশার আলো-আঁধারের ছিনিমিনি, ভক্তি ও ঘৃণার ফুল ও পাথরের ঘাত-প্রতিঘাত জীবনকে কখনও সমৃদ্ধ করেছে, কখনও করেছে মলিন। হাসি-কান্নার অশ্রুধারায় জীবন কখনও হয়েছে পরিপ্লুত। উত্থান-পতনের টানাপোড়েনে জীবন কখনও হয়েছে ফুল-বিষময়। টক-ঝাল-মিষ্টির পরিবর্তনশীল স্বাদে পরিপুর্ণ এ জীবন কখনও হয়েছে আনন্দ ও নিরানন্দময়।

বিচিত্র এ জীবন। জীবনে অনেক কিছু পেয়েছি। অসম্ভব আশার ফুলকুঁড়িও প্রস্ফুটিত হয়েছে জীবন-বাগিচায়। তবুও বলব, অনেক কিছু পাইনি। জীবনের অনেক পাওয়া হতে বঞ্চিত আমি। সে বঞ্চনা যেন পরকালে না থাকে, সেই কামনাই করি।

যারা সমাজের কোন দায়িত্ব নিয়ে কালাতিপাত করে, তারা জানে কিংবদন্তি শরাঘাতের বিষময় জ্বালা। যারা সমাজে খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করে, তারা জানে তাদের প্রতি হিংসুকদের বিষাক্ত ছোবল-যন্ত্রণা, বিরোধীদের অপবাদ ও অপপ্রচারের ঘাত-অভিঘাত।

এখনও দিন পড়ে আছে। হয়তো-বা মানুষ বৃদ্ধ হলে সম্মানী হয়, কিন্তু এ কথাও সত্য যে, মহা লাঞ্ছনা ও বঞ্চনার মহাকালই হল বৃদ্ধকাল। মহান আল্লাহ যেন তা হতে আমাকে রক্ষা করেন ।

জানি না আমি কাকে কী দিতে পেরেছি আমার জীবনে। উপকার করতে পেরেছি কার কী? মনে হয় যেন প্রতিদ্বন্দ্বিতাময় জীবনের সব কিছু তেমনই আছে, যেমন ছিল আমার আসার পুর্বে। আর তার মানে আমি কাউকে কিছু দিতে পারিনি।

তাই উপহার দেব ভেবে গাঁথলাম এই মুক্তার মালা। মুক্তা আমার নয়, সব কুড়িয়ে পাওয়া, ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে থাকা মুক্তা-দানা। আমি কেবল আমার দুর্বল সুতো দ্বারা সযত্নে গেঁথে তোমার হাতে তুলে দিলাম।

প্রিয় বন্ধু! তুমি সাদরে তা গ্রহণ ক'রে নিজ কণ্ঠে পরিধান করো, তারপর 'জীবন-দর্পণ'-এর সন্মুখে দাঁড়িয়ে দেখো, আমার চোখে তুমি অপরূপা মুক্তারানী হবে। পুরুষ বলে তা কণ্ঠে পরিধান না করলে তুমি তোমার মনের মণিকোঠায় তুলে রেখো। দেখবে তোমার সে কোঠা ঝলমলে আলোয় আলোক-দীপ্ত হবে।

আমি অলক্ষ্যে দাঁড়িয়ে দেখব, যদি তোমাকে অপরূপা লাগে অথবা তোমার কোঠা আলো ঝিলিমিলি করে, আমার বারি-সিঞ্চনে পৃথিবীর কোন উদ্যান যদি ফুলে-ফলে সুশোভিত হয়, আমার এই উপহার নিয়ে যদি কেউ প্রকৃত সুখের সন্ধান পায় অথবা চিরসুখী হওয়ার পথের সন্ধান পায়, তাহলে সেই দেখায় আমার চক্ষু শীতল হবে, আমার মনে খুশির জোয়ার আসবে।

আমি বঞ্চিত হলেও তোমার জন্য সঞ্চিত ক'রে গেলাম সুখের সামগ্রী। তুমি চিরসুখী-চিরসুখিনী হয়ো বন্ধু! বিনিময়ে আমাকে 'দুআ' দিয়ো, যাতে আমি পরকালে চিরসুখের বাগান পাই।

ইতি
তোমার সুখ-সন্ধানী বন্ধু
আব্দুল হামীদ ফাইযী আল-মাদানী
১৫ রমযান, ১৪৩৩হিঃ
৩/৮/১২খ্রিঃ

পার্থিব জীবনের প্রকৃতত্ত্ব

পার্থিব জীবনের প্রকৃতত্ত্ব এই যে, তা ক্ষণস্থায়ী। কখনও সুখের কখনও দুঃখের। অধিকাংশ মানুষ এ জীবনে কোন না কোনভাবে কষ্টই পেয়ে থাকে।

আর মু'মিনের জীবন তো আরও দুঃখে ভরা। যেহেতু তার প্রতিপালক তাকে পরীক্ষায় ফেলেন। তিনি বলেছেন,

﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الأَمَوَالِ وَالأنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ﴾

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে কিছু ভয় ও ক্ষুধা দ্বারা এবং কিছু ধনপ্রাণ এবং ফলের (ফসলের) নোকসান দ্বারা পরীক্ষা করব; আর তুমি ধৈর্যশীলদেরকে সুসংবাদ দাও।[১]

সুতরাং জীবন যতক্ষণ আছে, বিপদ ততক্ষণ থাকবেই। কান্না ছাড়া জীবন হয় না। জীবন যেন একটি পিঁয়াজের মত। একটির পর একটি খোসা কেবল। আর তাতে শুধু অশ্রুধারা।

ব্যথা দেওয়া, ব্যথা পাওয়া এই তো জীবনের রহস্য। 'জীবনে যে ব্যথা দিলও না, পেলও না, সে জীবনের আর কী পেল?'

প্রত্যেকের জীবনে সমস্যা আছে। তাই 'জীবনের সমস্যাকে এড়িয়ে যাওয়ার অর্থই হচ্ছে, জীবনকে অস্বীকার করা।'

'জীবনে সমস্যা সৃষ্টি না হলে বাঁচার আনন্দ অর্ধেক হয়তো নষ্ট হত। দুঃখ আছে, চিন্তা আছে, দৈন্য আছে বলেই তো জীবন কখনো একঘেয়ে হয়ে উঠে না।'

শান্তি-কষ্ট, ভালো-মন্দ, সুন্দর-অসুন্দর দুই নিয়েই জীবন। কাউকে অবহেলা করতে নেই। হরিণের শিং কত সুন্দর। কিন্তু পা অসুন্দর। ময়ুরের পেখম সুন্দর। কিন্তু পা সুন্দর নয়।

প্রত্যেকের জীবনে দ্বন্দ্ব আছে। 'নদীতে স্রোত আছে, তাই নদী বেগবান। জীবনে দ্বন্দ্ব আছে, তাই জীবন বৈচিত্রময়।'

'মেঘ ও রৌদ্র এই দুইয়ে মিলেই তৈরি হয় রঙধনু। আমাদের জীবনও কোন ব্যতিক্রম নয়। সেখানেও আছে সুখ-দুঃখ, ভালো-মন্দ, অন্ধকার ও আলো।'

---

১. সূরা বাক্বারাহ-০২:১৫৫

আশানুরূপ সুখ কেউ পায় না এ জীবনে। কল্পিত বা অভিনীত সুখের আশা করা বোকামি ছাড়া কিছু নয়। শায়খ সা'দী বলেছেন,

'কাব্য উপন্যাস নহে এ মম জীবন,
নাট্যশালা নহে ইহা প্রকৃত ভবন।'

জীবনে যা পেয়েছ, তাই বাস্তব। চোখের পানি ফেলে অরণ্যে রোদন ক'রে কোন ফল নেই বন্ধু! মনের মতো চেয়ে যা পাওনি, তা পাওয়ার আশায় রোদন ক'রে লাভ কী? নাটকীয় পরিবর্তন নাটকেই হয়। বাস্তব সংসারে সে পরিবর্তনের জীবন আশা করা ভুল বন্ধু! তবে আল্লাহ চাইলে, সে কথা ভিন্ন।

'মানুষের মন একটি অতল দীঘির মতো। কখনো তাতে মানুষ ডুবে যায়, আবার কখনো তাতে পদ্ম ফোটে।' 'মানুষের মনটা জঙ্গলের মতো, তাতে আছে নানা রকমের গাছ, নানা ধরনের ফুল-ফল, আছে বাঘ-ভালুক, সাপ ইত্যাদি।' সুতরাং যার মন পেয়েছ, তার মনের ব্যাপারে সতর্ক থেকো বন্ধু। এমনও হতে পারে যে, তোমার ফুল-বাগিচায় বাঘ এসে পড়বে।

'জীবন পথে চলার জন্য একটু উদাসীনতা চাইই।' জীবনের সব কিছু মনোমতো চলে না। যা কিছু মনের প্রতিকূলে ঘটে, তাকেও অনেক সময় মেনে নিতে হয়। তাছাড়া জীবন অচল হয়ে যায়। নিখুঁত কোন জীবন নেই, অনাবিল কোন সুখ নেই, ত্রুটিহীন কোন সংসার নেই।

পুরোটা জীবন এক রকম হয় না। কোনদিন মধু, কোনদিন কদু আসে জীবনে। 'সুর্য প্রত্যেক দিন পুর্ব দিকে ওঠে ও পশ্চিম দিকে ডোবে ঠিকই, কিন্তু একই জায়গা থেকে ওঠে না। জীবনটাও অনুরূপ।' 'জীবনটা নাগরদোলার খেলার মত, কখনো উপরে ওঠে, কখনো নিচে নামে।'

এক দম্পতি মাংস দিয়ে খানা খাচ্ছিল। দরজায় এক ভিক্ষুক এল। স্বামীর হুকুমে স্ত্রী উঠে গিয়ে ভিক্ষা না দিয়ে ভিক্ষুককে তাড়িয়ে এল। কিছু দিন পর মনোমালিন্য হয়ে এই স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ ঘটল।

অতঃপর ঐ মহিলার পুনর্বিবাহ হল। একদিন মাংস নিয়ে স্বামীর সাথে খানা খেতে বসেছে, এমন সময় দরজায় ভিখারীর শব্দ এল। স্বামী হুকুম করল, এই মাংস সহ খানা ভিক্ষুককে দিয়ে এস। স্ত্রী তা দিয়ে এসে স্বামীর সামনে কান্না আর রোধ করতে পারল না। স্বামী বলল, 'কাঁদছ কেন? আমরা তো আল্লাহর দেওয়া রুযী থেকে আল্লাহরই পথে ব্যয় করলাম।'

স্ত্রী বলল, 'ভিক্ষুকটা কে জানো? আমার প্রথমকার স্বামী! ঐ একদিন এক ভিক্ষুককে ধমক দিয়ে তাড়িয়ে দিতে বলেছিল। কিন্তু আজ সে নিজেই ভিখারী!'

স্বামী বলল, 'ও, তাই বুঝি? আর ঐ বিতাড়িত ভিক্ষুক কে ছিল তা জানো? তোমার বর্তমান স্বামী, আমিই! আল্লাহ যাকে যখন ইচ্ছা ধনী-গরীব ক'রে থাকেন।'

জীবনে আজ যা আছে, কাল তা নাও থাকতে পারে। আজ যে বন্ধু আছে, কাল সে শত্রু হয়ে যেতে পারে। আজ যে আপন আছে, কাল সে পর হয়ে যেতে পারে। কবি বলেছেন,

'জীবন-চাকা কলের মত ঘুরল জীবনভর,
সকাল-দুপুর আপন সবাই সাঁঝের বেলায় পর।'

আর আপন যখন পর হয়, মায়ার বন্ধন যখন ছিন্ন হতে লাগে, তখন বড় কষ্ট হয় বন্ধু। স্বার্থের আকর্ষণে যখন বাঁধন ছিঁড়ে যায়, তুমি যার অবলম্বন ছিলে, তার পায়ের তলায় যখন মাটি হয়, অতঃপর সে যখন তোমাকে বর্জন ক'রে স্বাধীনতা ও স্বয়ংসম্পুর্ণতার বড়াই দেখায়, তখন কষ্ট হয়, না হয় না বল?

কিন্তু সেটাই এ জীবনের বাস্তবতা বন্ধু! সেটাই সকলকে মাথা পেতে মেনে নিতে হবে। চিরদিন কাউকে বুকে জড়িয়ে ধরে রাখতে পারো না। চিরদিন কাউকে মায়ার বাঁধনে বেঁধে রাখতে পারো না। কুঁড়ি হয়ে যে বুকে ফুলকে সযত্নে ধরে রেখেছ, সে ফুল একদিন ফুটবেই ফুটবে। ফুল হয়ে যে ফলকে তুমি নিজের অন্তরে লুকিয়ে রেখেছ, সে ফল একদিন ফলবেই ফলবে। ফুল ঝরবে, ফল পড়বে---এই তো জীবনের প্রকৃত রহস্য বন্ধু!

যে যেতে চায়, তাকে যেতে দাও। তার মুখে হাসির ঝিলিক চমকাতে দাও। তোমার বিগলিত অশ্রুধারা গণ্ডে-বক্ষে প্রবাহিত হতে দাও। তার চলে যাওয়ার ব্যথাও বুকে ধরে রেখো না। কারণ 'আঘাতকে যে পুষে রাখে, ব্যথার শাস্তি তার চিরদিনের।'

কী করবে বলো? যে চলে যেতে চায়, তাকে কি ধরে রাখতে পারবে? যে প্রিয়জন তোমাকে ছেড়ে অনত্র সুখের বাসা বাঁধতে চায়, তাকে কি পারবে বাধা দিতে? যে এ পৃথিবী ছেড়ে চলে যায়, তাকেও কি পারবে তোমার পর্ণকুঠিরে চিরসাথী ক'রে রাখতে?

‘ভেবে দেখ ওরে মন, এ সংসারের পান্থশালা,
একদল আসে হয়, অন্য দল চলে যায়,
স্বার্থপুর্ণ এ জীবনে দু’দিনের খেলা।’

সে যায়, ও যাচ্ছে, তুমিও যাবে, আমিও যাব। যে আসবে, সেও যাবে। কারো ঠাঁই হবে না এ ক্ষণস্থায়ী জীবনে।

‘কিন্তু চিরস্থায়ী কিছু নহে এ সংসারে,
এক যায় আর আসে, জগতের রীতি,
সাগরতরঙ্গ যথা।’

মায়াময় বন্ধু আমার! ‘প্রতি বছর তোমার জীবন-বৃক্ষ থেকে একটি ক’রে পাতা খসে পড়ে। সুতরাং তোমার জীবনে কেবল পাতা ঝরার মৌসমই আছে। তুমি বসন্তের জন্য এ পৃথিবীতে জন্মলাভ করনি। যদিও প্রত্যেক বছরে একবার ক’রে বসন্ত আসে ও যায়।’

সুতরাং যে জীবন গড়লে চিরস্থায়ী জীবন লাভ হয়, সেই জীবন গড়তে প্রয়াসী হও।

নদীতে ডুবে যেতে যেতে একটি বালক সাহায্য প্রার্থনা করল। এক ভদ্রলোক তা শুনে ঝাঁপ দিয়ে তাকে বাঁচালেন। বালকটি তাঁকে ধন্যবাদ দিল। ভদ্রলোক বললেন, ‘কীসের জন্য ধন্যবাদ?;

বালকটি বলল, ‘আমার জীবন রক্ষা করার জন্য।’

লোকটি বললেন, ‘বাছা তুমি যখন বড় হবে, তখন তোমার জীবনকে এমনভাবে গড়ে তুলবে, যেন মনে হয়, তোমার জীবন বাঁচাবার উপযুক্ত ছিল।’

‘ফুলের জীবন কত স্বল্প। কিন্তু সেই স্বল্প জীবনের পরিধি কত মহিমাময়।’ ফুল আপনার জন্য ফোটে না। তোমার জীবনকেও ফুলের মত পরের জন্য প্রস্ফুটিত কর। কবির মতো নানা স্মৃতিসৌধ ও অমর কীর্তি রেখে তুমিও বল,

‘মরিতে চাহি না আমি এ সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।
এই সুর্যকরে এই পুষ্পিত কাননে
জীবন্ত হৃদয়-মাঝে যদি স্থান পাই।’

কাজের প্রতি আন্তরিকতা

জীবনের প্রধান অঙ্গ হল কাজ। কাজ ছাড়া মানুষ ভালোরূপে বাঁচতে পারে না। তবে সে কাজ হতে হবে মানুষের আন্তরিক। জীবনে তুমি যে কাজই কর, সেই কাজ বৈধ হলে তার প্রতি তোমার আন্তরিকতা থাকা চাই। থাকা চাই আন্তরিক ভালবাসা, আকর্ষণ ও প্রবণতা।

যদিও সে কাজে তুমি কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে ক্রটি না থাকা সত্ত্বেও নানা বকুনি খাও, তবুও সে কাজের প্রতি তোমার মন ভাঙ্গা উচিত নয়। আমি জানি, কাজের উপর খামোখা বকাঝকা হলে অথবা অপ্রয়োজনীয় চাপাচাপি হলে অথবা অতিরিক্ত কাজে বাধ্য করা হলে কর্মীর অন্তর থেকে কর্মের প্রতি আন্তরিকতা অনায়াসে বিলীন হয়ে যায়। তবুও চেষ্টা রাখো, যাতে আসল কর্তব্যে কোন প্রকার ক্রটি না হয়ে বসে।

যে কাজ তুমি কর, সে কাজ যদি তোমার গৌরবের বিষয় হয়, তাহলে গৌরবলাভের পথে যে কোন প্রকারের কষ্ট হোক, সে কষ্ট বড় মিষ্ট। সে কাজে তুমি পার্থিব পারিশ্রমিক না পেলেও পারলৌকিক পারিশ্রমিকের আশা রেখো।

জ্ঞানীদের অভিজ্ঞতায় বলা হয়েছে যে, ‘করণীয় কাজের জন্য গর্ববোধ থাকলে সেই কাজের উৎকর্ষ বৃদ্ধি পায়। প্রত্যেক কর্মের মধ্যে কর্মীর দক্ষতা ও মনোভাবের ছায়া থাকে---তাতে তা যে ধরনেরই কাজ হোক না কেন?’

পুরুষ যে কাজ করে, তাতে তার মর্যাদাবোধ থাকা উচিত। মহিলা যে কাজ করে, তাতেও তার মর্যাবোধ থাকা উচিত। স্ত্রী হয়ে সংসারের কাজে, শ্বশুর-শাশুড়ীর খিদমতে, স্বামী ও সন্তানের খিদমতে নিজের বিশেষ মর্যাদাবোধ থাকা উচিত। নচেৎ হীনন্মন্যতার শিকার হয়ে বসলে মনে বড় কষ্ট হবে। পক্ষান্তরে সংসারের কাজ-কর্ম স্বহস্তে সম্পাদন ক’রে মর্যাদাবোধ করলে এবং তাতে মহান আল্লাহর কাছে সওয়াবের আশা রাখলে মানুষকে খোশ করা যায় এবং তারই মাধ্যমে আল্লাহকেও।

তুমি ভাবতে পার, তুমি তোমার কাজের মাধ্যমে দেশের, দশের, পরিবারের অথবা দ্বীনের কোন খিদমত করছ। আর তাতে তোমার আংশিকভাবে নিজের খিদমত থাকলেও সে কাজের উৎকৃষ্টতা অধিক হবে। আর তাতেই তোমার মনে গর্ববোধ হবে। সেই কাজ ক’রে তুমি তৃপ্তি পাবে।

তকদীরে ঈমান

কাজ পাওনা তুমি? উপার্জনের পথ বন্ধ তোমার? বড় দুঃখে ও দুশ্চিন্তায় কালাতিপাত করছ তুমি?

যে তকদীরে ঈমান রাখে, তার আবার দুশ্চিন্তা কীসের? যে এ কথা বিশ্বাস করে, 'আল্লাহ বান্দার জন্য যা কিছু করেন, তা তার মঙ্গলের জন্য করেন' তার আবার দুঃখ ও উৎকণ্ঠা কীসের? যে বিশ্বাস করে, 'বিধির কোন লীলা নেই', 'আল্লাহর কোন খেলা নেই', 'ভাগ্যের কোন পরিহাস নেই', তার আবার দুর্ভাবনা কীসের?

জীবনে যা কিছু ঘটে, তা সৃষ্টিকর্তার হুকুমে ঘটে। তা রদ করার ক্ষমতা নেই কারও। তিনি যা ঘটান, তাতে বান্দার মঙ্গল থাকে, যদিও বান্দা সেটাকে নিজের জন্য মন্দ ভেবে থাকে। সুতরাং দুঃখে কোন প্রকার আক্ষেপ ও হা-হুতাশ করা উচিত নয় বান্দার। যেমন উচিত নয়, সুখ পেয়ে আনন্দে গর্ব প্রকাশ করা। মহান আল্লাহ বলেছেন,

﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الأَرْضِ وَلا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ - لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾

অর্থাৎ, পৃথিবীতে অথবা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর যে বিপর্যয় আসে, আমার তা সংঘটিত করার পুর্বেই তা লিপিবদ্ধ থাকে, নিশ্চয় আল্লাহর পক্ষে তা খুবই সহজ। এটা এ জন্য যে, তোমরা যা হারিয়েছ তাতে যেন তোমরা বিমর্ষ না হও এবং যা তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন তার জন্য আনন্দিত না হও। গর্বিত ও অহংকারীদেরকে আল্লাহ পছন্দ করেন না।[২]

বলা বাহুল্য, বিপদে তকদীরে ঈমান রেখে ধৈর্য ধরা এবং মহান আল্লাহর ফায়সালায় সন্তুষ্ট হওয়া উচিত। উদ্ধার চাইলে কেবল তাঁর কাছেই চাওয়া উচিত। আল্লাহর ফায়সালার বিরুদ্ধে কোন সৃষ্টি মানুষের কোন উপকার করতে পারে না।

ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, আমি একদা (সওয়ারীর উপর) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পিছনে (বসে) ছিলাম। তিনি বললেন, "ওহে কিশোর! আমি তোমাকে

২. সূরা হাদীদ-৫৭:২২-২৩

কয়েকটি (গুরুত্বপুর্ণ) কথা শিক্ষা দেব (তুমি সেগুলো স্মরণ রেখো)। তুমি আল্লাহর (বিধানসমূহের) রক্ষণাবেক্ষণ কর, (তাহলে) আল্লাহও তোমার রক্ষণাবেক্ষণ করবেন। তুমি আল্লাহর (অধিকারসমুহ) স্মরণ রাখো, তাহলে তুমি তাঁকে তোমার সন্মুখে পাবে। যখন তুমি চাইবে, তখন আল্লাহর কাছেই চাও। আর যখন তুমি সাহায্য প্রার্থনা কর, তখন একমাত্র আল্লাহর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা কর। আর এ কথা জেনে রাখ যে, যদি সমস্ত উন্মত তোমার উপকার করার জন্য একত্রিত হয়ে যায়, তবে ততটুকুই উপকার করতে পারবে, যতটুকু আল্লাহ তোমার (ভাগ্যে) লিখে রেখেছেন। আর তারা যদি তোমার ক্ষতি করার জন্য একত্রিত হয়ে যায়, তবে ততটুকুই ক্ষতি করতে পারবে যতটুকু আল্লাহ তোমার (ভাগ্যে) লিখে রেখেছেন। কলমসমুহ উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং খাতাসমুহ (ভাগ্যলিপি) শুকিয়ে গেছে।”[৩]

তিরমিযী ব্যতীত অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, “আল্লাহর (অধিকারসমুহের) খেয়াল রাখ, তাহলে তাঁকে তোমার সন্মুখে পাবে। সুখের সময় আল্লাহকে চেনো, তবে তিনি দুঃখ ও কষ্টের সময় তোমাকে চিনবেন। আর জেনে রাখ যে, তোমার ব্যাপারে যা ভুলে যাওয়া হয়েছে (অর্থাৎ যে সুখ-দুঃখ তোমার ভাগ্যে নেই), তা তোমার নিকট পৌঁছবে না। আর যা তোমার নিকট পৌঁছবে, তাতে ভুল হবে না। আর জেনে রাখ যে, বিজয় বা সাহায্য আছে ধৈর্যের সাথে, মুক্তির উপায় আছে কষ্টের সাথে এবং কঠিনের সঙ্গে সহজ জড়িত আছে।”[৪]

হাসান বাসরী বলেছেন, ‘আশ্চর্য তার প্রতি, যে তকদীরে ঈমান রাখে অথচ সে চিন্তিত হয়। আশ্চর্য তার প্রতি, যে মৃত্যুকে বিশ্বাস করে অথচ সে আনন্দিত হয়। আশ্চর্য তার প্রতি, যে দুনিয়া ও তার বিবর্তনের কথা জানে অথচ সে তার প্রতি অনুরক্ত ও সন্তুষ্ট হয়।’

একদা ইব্রাহীম বিন আদহম এক দুশ্চিন্তাগ্রস্ত লোকের নিকট গিয়ে বললেন, ‘আমি তোমাকে ৩টি প্রশ্ন করব, তার উত্তর দেবে কি?’

লোকটি বলল, ‘অবশ্যই।’

তিনি বললেন, ‘এ জগতে কি এমন কিছু ঘটছে, যাতে আল্লাহর ইচ্ছা নেই?’

সে বলল, ‘না।’

---

৩. তিরমিযী হা/২৫১৬

৪. সিলসিলা সহীহাহ হা/২৩৮২

বললেন, 'তোমার রুযীর এতটুকু কি কম হবে, যা আল্লাহ তোমার জন্য নির্ধারিত ক'রে রেখেছেন?'

বলল, 'না।'

বললেন, 'তোমার আয়ু থেকে কি এতটুকুও কম করা হবে, যা আল্লাহ তোমার জন্য নির্দিষ্ট করেছেন?'

বলল, 'না।'

তিনি বললেন, 'তবে আবার দুশ্চিন্তা ও দুঃখ কীসের?'

জীবনের যত দুঃখ-জ্বালা আছে, তকদীরের প্রতি পুর্ণ ঈমান থাকলে তা পানি হয়ে যায়। চোখে পানি এলেও সে ফায়সালা মেনে নিয়ে ভাগ্য ও ভাগ নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। তাতে কী মঙ্গল আছে, সীমিত জ্ঞানে বুঝতে না পারলেও তাতে অবশ্যই মঙ্গল আছে বলে পুর্ণ প্রত্যয় রাখতে হয়। অপ্রিয় কোন ঘটনা ঘটলে, অপছন্দনীয় কিছু বরণ করতে হলে, বিপদে আঘাত খেলেও তাতে কল্যাণ আছে জানতে হবে। কোন কোন ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেছেন,

﴿وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ﴾

অর্থাৎ, তোমরা যা পছন্দ কর না, সম্ভবতঃ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর এবং তোমরা যা পছন্দ কর, সম্ভবতঃ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।[৫]

﴿فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا﴾

অর্থাৎ, তোমরা যদি তাদেরকে ঘৃণা কর, তাহলে এমনও হতে পারে যে, আল্লাহ যাতে প্রভুত কল্যাণ রেখেছেন, তোমরা তাকে ঘৃণা করছ।[৬]

সুতরাং তুমি যদি পরকালে বিশ্বাসী আল্লাহর বান্দা হও, তাহলে জীবনের সকল সুখে-দুঃখে আল্লাহ-অভিমুখী হও, তাহলে ঠকবে না। তখন দেখবে, অনেক নোকসানের পানির মাঝেও শত লাভের শতদল প্রস্ফুটিত আছে।

তকদীরে সুখ থাকলে মানুষ সুখ পায়, দুঃখ থাকলে দুঃখ। অবশ্য তদবীর করতে হয়, যাতে সুখ আসে এবং দুঃখ দুর হয়।

---

৫. সূরা বাক্বারাহ-০২:২১৬

৬. সূরা নিসা-০৪:১৯

কিন্তু বন্ধু আমার! তদবীর ও চেষ্টা ক'রে রুযী, অর্থ, সুখ ইত্যাদি আনয়ন করতে পার, কিন্তু তদবীর ও চেষ্টার বলে সুখের সাথী মনের মতো পিতা-মাতা, স্ত্রী-সন্তান আনতে পার না।

'স্বপ্ন পুরণের জন্য ভাগ্য থাকা দরকার।' 'যখন যা পাওয়ার, তখনই তা পাওয়া যায়; তার আগেও না, পরেও না।''ভাগ্যের সঙ্গে লড়াই চলে না, তার কাছে পরাজয় স্বীকার করতেই হয়।'

অনেকে ভাগ্যকে অবিশ্বাস ও অস্বীকার করে। কিন্তু 'মানুষ যখন হেরে যায়, তখন ভাগ্যকে বিশ্বাস করা ছাড়া আর কোন গতি থাকে না।'

আল্লাহ-ভরসা

জীবনে যে কোন ভাল কাজের জন্য পরিকল্পনা থাকা চাই। আর সেই সাথে থাকা চাই দৃঢ় মনোবল তথা নিজের উপর আস্থা। তবে আত্মবিশ্বাস সমৃদ্ধ করতে আবশ্যক হল ঈমানী বল। আর তা হল মহান আল্লাহর উপর একক ভরসা।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

﴿فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾

অর্থাৎ, অতঃপর তুমি কোন সংকল্প গ্রহণ করলে আল্লাহর প্রতি নির্ভর কর। নিশ্চয় আল্লাহ (তাঁর উপর) নির্ভরশীলদের ভালবাসেন।[৭]

জ্ঞানিগণ বলেন, 'পরিকল্পনার অসফলতা, অসফলতারই এক পরিকল্পনা।' সুতরাং কাজের আগে মনকে প্রস্তুত করা চাই। তবে 'সবচেয়ে কঠিন কাজ হল, চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ।'

কিন্তু সেই কঠিনতা উল্লংঘন ক'রে সংকল্পবদ্ধ হতে হবে। নচেৎ জেনে রেখো যে, 'বিফল মানুষ দুই শ্রেণীর; এক শ্রেণীর মানুষ করার ভাবনা-চিন্তা ক'রে কাজ না ক'রে বিফল হয়। আর অন্য শ্রেণীর মানুষ চিন্তা-ভাবনা না ক'রে কাজ করার ফলে বিফল হয়।'

কাজের পরিণাম না ভেবে কাজ করলে অনেক সময় অসফল ও লাঞ্ছিত হতে হয়। সুতরাং দ্বীনের কাজ হোক অথবা দুনিয়ার কাজ, পুর্ব-পরিকল্পনা গ্রহণ ক'রে কর এবং পুর্বাপর ভরসা রাখো মহান আল্লাহর উপর। তাহলে তুমি তাঁর ইচ্ছায় সফল হবে।

৭. সূরা আলে ইমরান-০৩:১৫৯

ত্যাগ-স্বীকার

দুনিয়ার একটি চিরন্তন নীতি, কিছু পেতে হলে কিছু দিতে হয়। বড় কিছু পেতে হলে কিছুটাও ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। জীবনের কোন উঁচুতে উঠতে হলে একটু নিচুতে নামতে হয়।

তুমি কোন কোন গাড়িকে দেখবে, প্রথমবারে উঁচু জায়গায় চড়তে পারে না। সামান্য উঁচুতে গিয়ে গতির শক্তি হারিয়ে থেমে গিয়ে ফিরে নেমে আসে। অতঃপর পিছনে ফিরে গিয়ে যথেষ্ট গতি নিয়ে অগ্রসর হয়ে অবশেষে সেই উঁচু পথ চড়তে ও অতিক্রম করতে সক্ষম হয়।

জীবনে কোন জায়গায় আটকে গেলে, ধাক্কা খেলে, বাধা পেলে চলার গতি থামিয়ে দিয়ো না। কিছু ত্যাগ স্বীকার করতে হলেও, অনেকটা পিছিয়ে গিয়ে ছুটে আসতে হলেও বারবার চেষ্টা কর, সফল হবে।

পিপীলিকার পাল দেখেছ। নিজের দেহের চাইতে কত গুণ বেশি ওজন বহন করতে পারে। তা নিয়ে উঁচু প্রাচীরগাত্রে ওঠার সময় কতবার পড়ে যায়, কতবার পিছে হটে, তবুও নিরুদ্যম হয় না।

মহৎ কিছু করতে গেলে কখনো কখনো এক-আধটুকু আঘাত সহ্য করতে হয়। বাধা উল্লংঘন করতে গিয়ে ত্যাগ-স্বীকার করতে হয়। কিছু পাওয়ার বিনিময়ে কিছু দিতে হয়। জানই তো, এ সংসার চলছে বিনিময়-ভিত্তিক লেনদেনের সহযোগিতায়।

তা বলে কিছু পাওয়ার বিনিময়ে বেশি কিছু দিয়ে বসো না। দুনিয়ার বিনিময়ে আখেরাতকে, সম্মান বা অর্থের বিনিময়ে ঈমানকে, দৌলতের বিনিময়ে ইজ্জতকে দিয়ে ফেলো না।

প্রয়োজনে স্বার্থ ত্যাগ কর, আরাম, বিলাস ও সুনিদ্রা ত্যাগ কর, মোহ ও মমতা ত্যাগ কর, আর সেই ত্যাগের মাধ্যমে সফলতার উচ্চ শিখরে পৌঁছতে সচেষ্ট হও।

আশাবাদী হও

এ জীবনে সবল মন আছে যার, সেই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে পারে, সাফল্যের চুড়া জয় করতে পারে। পক্ষান্তরে মনের দিক দিয়ে যে দুর্বল, কর্মক্ষেত্রেও সে দুর্বল।

কোন কাজে নিরাশ হওয়া সঙ্গত নয়। বিপদে-আপদে, দুঃখে-শোকে হতাশ হওয়া একজন মু'মিনের কাজ নয়। মহান আল্লাহর করুণা থেকে নিরাশ হওয়া মোটেই বৈধ নয়। বিপদ আসার মুখে আশত্তায় পড়েও আশায় বুক বেঁধে রাখতে হয়। জ্ঞানিগণ বলেন, 'মঙ্গল-অমঙ্গল, শুভ-অশুভ ও লাভ-নোকসানের টানাপোড়েনের সময় মানুষের মনে যখন ক্ষতির দিকটাই স্থান পায়, তখনই সে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়। পক্ষান্তরে যে মানুষ আশাবাদী হয়, তার দুশ্চিন্তা আসে না।' আর দুশ্চিন্তা না এলে মরার আগে সে মরতে বসে না।

পক্ষান্তরে আশাবাদী মানুষ বড় স্বপ্ন দেখে। পৃথিবীর সকল শ্রেষ্ঠ মনীষীই ছোট বালকের মতো হাতে চাঁদ পেতে চান। অসম্ভবকে সম্ভব করতে চান বলেই তাঁরা সফল হন। তাঁরা বলেন, 'চাঁদ যেন তোমার লক্ষ্য হয়, তাহলে তোমার নিশানা ব্যর্থ হলেও তুমি তারকায় গিয়ে পৌঁছবে।'

সুতরাং আশার সাথে নিজের উপর আস্থা থাকলে মন শক্ত হয়। আর 'আত্মবিশ্বাসই প্রত্যেক সফলতার প্রধান কারণ।' পক্ষান্তরে নিরাশাবাদিতা ও আত্মবিশ্বাসহীনতা বিফলতার ডাকঘর। যেহেতু নিজের কাছে হেরে যাওয়ার চেয়ে বড় হার আর কিছু হয় না।

'সাফল্য আরো সাফল্যের জন্ম দেয়, ব্যর্থতা জন্ম দেয় আরো ব্যর্থতা।'--- এ কথা সর্বক্ষেত্রে সঠিক নয়। কারণ কোন কোন ব্যর্থতাও সফলতার দ্বার উন্মুক্ত করে। এই জন্য জ্ঞানিগণ বলেন, 'যদি সফল হতে চাও, তবে ব্যর্থতার হার দ্বিগুণ ক'রে দাও।' যেহেতু 'পরাজয় মানেই সমাপ্তি নয়, যাত্রা একটু দীর্ঘ হওয়া মাত্র।'

তাঁরা আরো বলেন, 'পরাজয়কে মেনে নিলে তুমি পরাজিত। মনে যদি তোমার সাহস না থাকে, তবে জেতার আশা করো না। যদি মনে দ্বিধা থাকে---তুমি পারবে কি না, তাহলে মনে রেখো তুমি হেরেই গেছ। হারবে ভাবলে, হার তোমার হবেই। কারণ সাফল্য থাকে মনের ইচ্ছা শক্তিতে, মনের কাঠামোতে। যদি ভাব, অন্যদের তুলনায় তোমার কাজের মান নিচু,

তাহলে তুমি নিচেই থাকবে। যদি তুমি ওপরে উঠতে চাও, তাহলে নিজের মনে সংশয় রেখো না। জীবন-যুদ্ধে সব সময় বলবান ও দ্রুতগামীরা জেতে না, যে আত্মবিশ্বাসে অটল, সে আজ হোক, কাল হোক, জিতবেই।'

'আকাশে যেমন তারা আছে, জীবনে তেমনি সম্ভাবনা আছে। তবে সচেষ্ট হয়ে তাকে জাগিয়ে তুলতে হয়।'

দ্বীন-দুনিয়ার যে কোন কাজের প্রতি আন্তরিকতা থাকা চাই। বিজয়ের হার্দিক ইচ্ছা থাকা চাই। যে ইচ্ছা কামনা ও আকাঙ্ক্ষাতে পরিণত হয়। আর 'যে কর্তব্য আকাঙ্ক্ষায় পরিণত হয়, তা শেষ পর্যন্ত আনন্দের উৎস হয়।' সেটাই দৃঢ় সংকল্পরূপে প্রকাশলাভ ক'রে সাফল্য আনয়ন করে কর্মজীবনে।

'কোন কাজ শুরু করতে হলে শুরু করতে হয় একটি জ্বলন্ত আকাঙ্ক্ষা দিয়ে। অল্প আগুন যেমন অনেক উত্তাপ দিতে পারে না, তেমনি দুর্বল ইচ্ছাশক্তি কোন মহৎ সিদ্ধিলাভ করতে পারে না।' দুর্বল ঈমান ও ক্ষীণ বিশ্বাস মানুষের মনকে দুর্বল ক'রে তোলে। আর তখনই সে পরাজিত হয়।

আশাবাদী মানুষ জানে যে, 'অতীত আছে বলে বর্তমান আছে, আর বর্তমান আছে বলে ভবিষ্যৎ আছে।' সুতরাং সেই আশাতেই বর্তমানকে অবলম্বন ক'রে ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে চেষ্ট করে।

আশাবাদী মানুষ কোন কাজ দেখে তা 'অসম্ভব' মনে ক'রে নিরাশ হয় না। যেহেতু জ্ঞানীরা বলেন, 'যা প্রয়োজনীয় কাজ তা শুরু কর, তারপর যা সম্ভবপর তা শুরু কর, অবশেষে দেখা যাবে যে, অসম্ভব কাজও সম্ভব হচ্ছে।'

'বিফলতা দুর্বলদের পথ-সমাপ্তি, কিন্তু সবলদের পথের শুরু।' এ কথা জেনে আশাবাদী কোন অসফলতায় নিরাশ হয় না। যেহেতু 'ফল পাওয়ার জন্য শেষ সময় পর্যন্ত প্রতীক্ষাই হল সফলতার রহস্য।' 'চীনে এক ধরনের বাঁশ আছে, যা লাগানোর পর প্রথম চার বছর পানি, সার দেওয়ার পরও বাড়ে না। কিন্তু পঞ্চম বছরে বাঁশ গাছটি হঠাৎ ছয় সপ্তাহে ৯০ ফুট লম্বা হয়ে যায়। আমাদেরও কোন কোন কাজের ফল দেরীতে এবং পুর্ণমাত্রায় লাভ হয়।'

'হৃদয়ে প্রশান্তি ও সুখলাভের একমাত্র মাধ্যম হল আশাবাদিতা।' নিরাশ মনে তো কেবল আশঙ্কা ও দুশ্চিন্তা প্রবল প্রতাপে বসবাস করে। আশাহীন হৃদয়ে সুখ-পাখি বাসা বাঁধে না।

‘আশাবাদী মানুষ চারিদিক অন্ধকারের মাঝে আলো দেখতে পায়। পক্ষান্তরে যে আশাবাদী নয়, সে চারিদিক আলোর মাঝে অন্ধকার দেখতে পায়।’

‘নিরাশাবাদিতা বুদ্ধির ক্ষয়রোগ।’ নিরাশ মনে-মগজে বিবেক-বুদ্ধি কাজ করে না। সুতরাং তুমি বিদ্যার্থী হলে মনে বড় আশা রেখো, বিত্তার্থী হলেও আশা রাখা চাই। আর পরকাল-প্রার্থী হলে তো মহান আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বড় আশা রাখতে হয়। সে ক্ষেত্রে আল্লাহর করুণা থেকে কেউ নিরাশ হয় না। যেমন তাঁর শাস্তির ভয়ও তার মন ও মগজকে সতর্ক রাখে।

হতাশ মনের বন্ধু আমার! ‘দুঃখ-কষ্ট নিয়েই মানুষের জীবন। কিন্তু দুঃখের পর সুখ আসবে এটাই ধ্রুব সত্য।’

‘সময়ের স্রোতে আসে জোয়ার-ভাটা,
সুখের ফুলেও থাকে ব্যথার কাঁটা।
দুঃখের পরে জানি দেখা দেবে সুখ,
মনে যদি আশা থাকে ভাঙ্গবে না বুক।’

আশা রেখে দুঃখ দুর কর। চিরদিন কারো সমান যায় না, চিরদুঃখ কারো থাকে না।

‘কিসের দুঃখ ভেবো না বন্ধু আসিবে সেদিন পুনো,
এ নিশা তখন আবার তিমিরে ও পারে গিয়াছে শুনো।
আলোক ও ছায়া হাসি ও অশ্রু বিধাতার দুটি দিক,
কাঙাল কখনো রাজ্য লভিছে রাজায় মাগিছে ভিক।’

ভবিষ্যতের রঙিন স্বপ্ন দেখে বর্তমানের দুঃখের কালিমাকে ভুলে যাও। ‘মা যখন সন্তানের জন্ম দেয়, তখন ভাবে, জীবনটা গেল বুঝি। কিন্তু তার পরে আসে খুশীর জীবন।’

পরিশেষে জেনে রেখো, ‘আশাবাদিতার মানে এই নয় যে, তুমি বাস্তবকে অগ্রাহ্য ও অস্বীকার করবে; বরং আশাবাদিতা হল হতাশার অন্ধকার অগ্রাহ্য ক’রে আশার আলো জ্বালিয়ে তুমি কাজের পথে অগ্রসর হবে।’

তবে এ কথাও জেনে রেখো যে, সকল আশা এ সংসারে পুরা হওয়ার নয়। ‘সাধ থাকলেও সংসারের সব কুঁড়ি ফুল হয়ে ফুটতে পারে না।’ ‘মানুষের আশা পুরণ হওয়া খুশীর বিষয়, কিন্তু সব আশা পুরণ হওয়া অসম্ভব ব্যাপার।’

আশাময় মনের বন্ধু আমার! 'তুমি যদি চাও যে, তোমার সকল আশাই পুরণ হোক, তাহলে অসম্ভব আশা করো না।'

হ্যাঁ, 'মানুষের মনে আশা থাকলে উদ্যম জন্মে এবং সৎ হলে তা সফল হয়।' 'সবচেয়ে বেশী নিঃস্ব সেই, যার কোন আশা নেই।' আশা নিয়েই মানুষ বেঁচে থাকে। আশা-নিরাশার রৌদ্র-ছায়াই মানুষের জীবনকে বৈচিত্রময় ক'রে তোলে। 'মানুষের সর্বস্ব চলে গেলেও তার আশাটুকু যায় না। মানুষ চলে গেলেও তার আশা থাকে। আবার আশা ফুরিয়ে গেলে মানুষ ফুরিয়ে যায়।'

'প্রত্যাশা ফলাফল নিয়ন্ত্রণ করে।'

'জীবন মানেই আশায় আশায় বেঁচে থাকা। আশা এমন একটা জিনিস, যাকে কোনদিন স্পর্শ করা যায় না। কিন্তু মানুষকে বেঁচে থাকার জন্য অনুপ্রেরণা দেয়।'

'মানুষ দুঃসময়ের মাঝে আশা-নিরাশার কুল-কিনারা যখন দেখিতে পায় না, তখন দুর্বল মন বড় ভয়ে ভয়ে আশার দিকটাই চাপিয়া ধরে। যেটা হইলে তাহার মঙ্গল সেইটাই আশা করে। ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় সেই দিক পানেই নিতান্ত উৎসুক নয়নে চাহিয়া দেখিতে চাহে।'

'সংসার সাগরে দুঃখ-তরঙ্গের খেলা,
আশা তার একমাত্র ভেলা।'

মায়া-মরীচিকা

দিগন্ত-প্রসারী উত্তপ্ত মরুভুমির দিকে তাকিয়ে তুমি মরীচিকা দেখেছ কি না জানি না। যা দেখলে মনে হয় পানির হ্রদ অথবা সাগর। পিপাসিত ব্যক্তি পানি বলে ভুল ক'রে যত তার দিকে ধাবিত হয়, ততই যেন সে পানি সরে সরে যায়। কিন্তু মরীচিকার পিছনে দৌড় দিয়ে লাভ নেই। জীবনের কিছু আশা ও আকাঙ্ক্ষা আছে, যেগুলি অনুরূপ মরীচিকার মতো। পানির মতো তৃষ্ণার্ত হৃদয়কে আকর্ষণ করে, অথচ কাছে গেলে ধোঁকা দেয়। সেগুলির পিছনে তুমি দৌড় দিয়ো না।

আলেয়ার আলো দেখে তোমার তিমির পথের আলোকবর্তিকা ধরে নিয়ো না। বকাণ্ডপ্রত্যাশা নিয়ে প্রকাণ্ড আড়ম্বরে নিজের অমুল্য সময় ও সম্পদ অযথা ব্যয় করো না।

কিছু আশা আছে দুরাশা, সে আশা পুরণে সময় ব্যয় করো না। তুমি খুব ভাল ক'রে জানো, উঁচু আকাশের দিকে তাকিয়ে চললে পথে হোঁচট খেতে হয়। অতি উঁচু অসম্ভব ও অবাস্তব আশা করলে নিরাশ মনে আঘাত খেতে হয়।

আশা ও বাসা ছোট করতে হয় না ঠিকই, তা বলে অবাস্তব কিছু আশা করা বোকামি বৈ কি? যার পাশে দাঁড়াবার যোগ্যতাই তোমার নেই, তাকে কাছে পাওয়ার আশা কি দুরাশা নয়? শিশুদের চাঁদ ধরতে চাওয়ার মতো আশা কি কেবল শিশুসুলভ মনোবিকার নয়? বাগানের মালী হয়ে মালিক হতে চাওয়ার আশা কি আকাশের তারা ছুঁতে চাওয়া নয়? শিকারে সোনার হরিণ ধরতে চাওয়া কি নেহাতই রূপকথার কল্পনা-বিহার নয়?

এমন আশা পুরণ করতে গিয়ে অপচেষ্টায় শ্রম বরবাদ যাবে। এক সময় বলতে বাধ্য হবে, 'এ কেবল দিবারাত্রি জল ঢেলে ফুটা পাত্রে, বৃথা চেষ্টা তৃষ্ণা মিটাবার।'

এমন কাজ করো না, যাতে তোমার অবস্থা ঐ কাফেরদের মতো হয়, যাদের ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেছেন,

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاء حَتَّى إِذَا جَاءهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ - أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ﴾

অর্থাৎ, যারা অবিশ্বাসী, তাদের কর্ম মরুভুমির মরীচিকার ন্যায়; পিপাসার্ত যাকে পানি মনে ক'রে থাকে। কিন্তু সে ওর নিকট উপস্থিত হলে দেখে তা কিছুই নয় এবং সেখানে সে আল্লাহকে পায়। অতঃপর তিনি তার কর্মফল পুর্ণমাত্রায় দান করেন। আর আল্লাহ হিসাব গ্রহণে তৎপর। অথবা (ওদের কর্মের উপমা) গভীর সমুদ্রতলের অন্ধকার সদৃশ, তরঙ্গের উপর তরঙ্গ যাকে আচ্ছন্ন করে, যার ঊর্ধ্বদেশে ঘন মেঘ, এক অন্ধকারের উপর আর এক অন্ধকার, কেউ নিজ হাত বার করলে তা প্রায় দেখতেই পায় না। আল্লাহ যাকে আলো দান করেন না, তার জন্য কোন আলো নেই।[৮]

৪. সূরা নুর : ৩৯-৪০

অল্পে তুষ্টি

সংসারে সে মানুষ কখনও দুঃখ অনুভব করে না, যে মানুষ তার যা আছে তাই নিয়ে তুষ্ট থাকে এবং অতিরিক্ত কিছু না পেলে আক্ষেপ করে না। এমন মানুষ সবার চাইতে বড় ধনী। যেহেতু ধনী হওয়ার ব্যাপারটা মনের ব্যাপার।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

«لَيْسَ الغِنَى عَنْ كَثْرَةِ العَرَضِ، وَلَكِنَّ الغِنَى غِنَى النَّفْسِ»

"বিষয় সম্পদের আধিক্য ধনবত্তা নয়, প্রকৃত ধনবত্তা হল অন্তরের ধনবত্তা।"[৯]

নিজের ভাগ্য ও ভাগ নিয়ে তুষ্ট হলে সুখী হওয়া যায়, সবচেয়ে বড় ধনী হওয়া যায়। এ ব্যাপারে আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন,

اتَّقِ الْمَحَارِمَ تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا وَلَا تُكْثِرِ الضَّحِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ

অর্থাৎ, নিষিদ্ধ ও হারাম জিনিস থেকে বেঁচে থাক, তাহলে তুমি মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বড় আ'বেদ (ইবাদতকারী) গণ্য হবে। আল্লাহ যা তোমাকে দিয়েছেন, তাতেই পরিতুষ্ট থাক, তবে তুমিই মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বড় ধনী হবে। প্রতিবেশীর প্রতি অনুগ্রহ কর, তাহলে তুমি একজন (খাঁটি) মু'মিন বিবেচিত হবে। মানুষের জন্যও তা-ই পছন্দ কর, যা তুমি নিজের জন্য পছন্দ কর, তাহলে তুমি একজন (খাঁটি) মুসলিম গণ্য হবে। আর খুব বেশী হাসবে না, কারণ, অধিক হাসি অন্তরকে মেরে দেয়।[১০]

তিনি আরো বলেছেন,

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ ، وَكَانَ رِزْقُهُ كَفَافاً ، وَقَنَّعَهُ اللهُ بِمَا آتَاهُ

"সে ব্যক্তি সফলকাম, যে ইসলাম গ্রহণ করেছে, তাকে পরিমিত রুযী দেওয়া হয়েছে এবং আল্লাহ তাকে যা দিয়েছেন তাতে তাকে তুষ্ট করেছেন।"[১১]

---

৯. বুখারী হা/৬৪৪৬, মুসলিম হা/১০৫১

১০. আহমাদ, তিরমিযী হা/২৩০৫, সহীহুল জামে হা/১০০

১১. মুসলিম হা/১০৫৪

তিনি আরো বলেছেন,

طُوبَى لِمَنْ هُدِيَ لِلإِسْلاَمِ ، وَكَانَ عَيْشُهُ كَفَافاً وَقَنِعَ

"তার জন্য শুভ সংবাদ যাকে ইসলামের পথ দেখানো হয়েছে, পরিমিত জীবিকা দেওয়া হয়েছে এবং সে (যা পেয়েছে তাতে) পরিতুষ্ট আছে।"[১২]

একটা জীবনে সব কিছু এক সাথে পাওয়া যায় না। প্রত্যেকের জীবনে কোন না কোন অভাব আছেই আছে। কিন্তু 'আমাদের যা আছে, তার কথা আমরা কদাচিতই ভেবে থাকি, বরং অধিকাংশ সময় চিন্তা করি, যা আমাদের নেই তার কথা।'

সুখ-সন্ধানী বন্ধু আমার! 'তোমার কী নেই, তা নিয়ে দুশ্চিন্তা করো না; বরং তোমার যা আছে, তা নিয়ে চিন্তা কর। হয়তো দেখবে, তোমার যা আছে তা, যা নেই তার তুলনায় অনেক বেশী।' 'জীবনে যা পেয়েছ, তারই হিসাব কর, যা পাওনি তার নয়।'

সেই হিসাবের অন্তে দেখবে তোমার কিছু না থাকলে অনেক কিছু আছে। আর তা নিয়ে তুষ্ট হলে, তুমিই সুখী মানুষ। একজন জ্ঞানী বলেন, 'একদিন আমার জুতো ছিল না বলে মন খারাপ ছিল, সে দুঃখ দুর হয়ে গেল রাস্তায় যখন দেখলাম, একজন মানুষের দুটো পা-ই নেই।'

এইভাবে কত কিছু লক্ষ্য করবে কত মানুষের মধ্যে। অতঃপর তুমি অবশ্যই কৃতজ্ঞ হবে মহান প্রভুর। যিনি তোমাকে কিছু থেকে বঞ্চিত রাখলেও বহু কিছু দান করেছেন।

সফলতার ক্ষেত্রেও তাই। তুমি যতটা সফল আছ, ততটা অনেকে নেই। সুতরাং তাদের বিফলতা দেখে তুমি সান্ত্বনা নিতে পার। জ্ঞানিগণ বলেন, 'সাফল্য এবং সুখ পরস্পরের হাত ধরাধরি করে চলে। আপনি যা চেয়েছেন তা পাওয়াই সাফল্য। আর সুখ হচ্ছে আপনি যা পেয়েছেন তার মধ্যেই পাওয়ার ইচ্ছাকে সীমাবদ্ধ রাখা। শুধু টিকে থাকাই সাফল্য নয়। এটি তার চেয়েও বেশি।'

সুতরাং বন্ধু আমার! 'জীবনে যেটা চেয়েছ, সেটা যদি না পেয়ে থাক, তাহলে যেটা পেয়েছ, সেটাকেই জীবনের চাহিদা বানিয়ে নাও।' তাহলেই তুমি সুখী হবে। তা না হলে আজীবন হা-হুতাশ ক'রে দুঃখের বোঝা বয়ে ফিরবে।

---

১২. তিরমিযী হা/২৩৪৯